| R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ
৩৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৫ই ফাল্গুন ১৪২১
১৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৫
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

হেড পোষ্ট অফিসে চুরির কিনারা হলেও তেমন কিছু টাকা উদ্ধার হয়নি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ হেড পোষ্ট অফিসের দুঃসাহসিক চুরির কিনারা পুলিশ করেছে। ধরা পড়েছে মালদা এলাকার ৭ জন দুষ্কৃতী। উদ্ধার হয়েছে নগদ ১৫ লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র ২,৫০,০০০ মতো। এছাড়া ৮টি কম্পিউটার, ১টি বোলারো গাড়ী, বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র। এরপর অনেক দিন চলে গেছে। পোষ্ট অফিসের কয়েকজন কর্মীকে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া চুরির ব্যাপারে আর কোন উন্নতির খবর আমাদের কাছে নেই। অন্যদিকে চুরি নিয়ে সাধারণভাবে কিছু প্রশ্ন এসেই যাচ্ছে। পোষ্টাল বিভাগ, যারা কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করে, তারা জনসাধারণের টাকার নিরাপত্তায় নাইট গার্ড, সি সি টিভি-ক্যামেরা, ভল্টের গায়ে আধুনিক প্রযুক্তির এ্যালার্ম কিছুই রাখার প্রয়োজন মনে করেনি। ঢাল তলোয়ারবিহীন নিধিরাম হেড অফিসের পোষ্ট মাষ্টার বা জেলা সুপারিনটেনডেন্ট কেন এর খেসারত দেবেন না ? একাধিক গেট ভেঙে ভল্ট পর্যন্ত ওস্তাদরা পৌঁছে, একাধিক ভল্টের মধ্যে কোন্‌টিতে মোটা টাকা রাখা আছে এ খবর দুষ্কৃতীরা জানল কী করে ? চুরির আগের দিন ভল্টে টাকা রাখার সময় কোন্ কো্ কর্মী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাদের মোবাইল সার্চ করা হয়েছে কি ? কার নির্দেশে এত টাকা ব্যাঙ্কে না রেখে বিনা সিকিউরিটিতে এখানে ফেলে রাখা হলো ? পোষ্ট অফিসের সদর গেট খোলা রেখে পাবলিক গাড়ী রাখার মাসোহারা এতদিন কারা খেয়েছে ? মদ মাতালের পরিবেশ সেখানে কারা তৈরী করেছে ? এই প্রসঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টার তুলসীচরণ মণ্ডল কি বলছেন---'আমাদের আমলে পোষ্ট মাষ্টার/ওভারশিয়ার ও পোষ্ট ম্যানদের (শেষ পাতা)

গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা আজো অবহেলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের জরুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহাদিনগর থেকে নিস্তা গ্রাম পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তাটির গুরুত্ব দিনের দিন বাড়ছে। অথচ মোরাম থেকে পীচে স্থানান্তরের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে না। ঐ রাস্তা দিয়ে নিস্তা, চুয়াডাঙ্গা ইত্যাদি গ্রামের লোকজন, ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত আসা যাওয়া করেন। মোরামের রাস্তাটি পীচে রূপান্তরের প্রতিশ্রুতি দেন বর্তমান সাংসদ অভিজিৎ মুখার্জী। এম.পি.ল্যাডের টাকায় বাহাদিনগরের গলি রাস্তার উন্নতি হলেও প্রধান রাস্তাটির উন্নতিতে এখন পর্যন্ত কোন হেলদোল নেই। উল্লেখ্য, প্রণব মুখার্জী সাংসদ থাকাকালীন ঐ এলাকার মানুষ বাহাদিনগর---নিস্তা রাস্তাটিকে পীচ ও খড়খড়ির জল নিষ্কাশনে রাস্তার ওপর একটি কালভার্টের দাবি জানিয়ে বেশ কয়েকবার লিখিত আবেদন জানান।

জঙ্গিপুরে ফায়ার ব্রিগেড আজো স্বপ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নেতাদের অযোগ্যতায় জঙ্গিপুর মহকুমার প্রধান শহর রঘুনাথগঞ্জ বা জঙ্গিপুরে আজো ফায়ার ব্রিগেড চালু হলো না। এর জন্য প্রশাসন পুরসভা সমান দায়ী। সম্প্রতি বিজেপির এক পথসভায় এই অভিযোগ তোলেন বক্তারা। গত এক বছরে রঘুনাথগঞ্জ শহর ঘেরা ফুলতলা, শ্রীকান্তবাটী ও উমরপুরে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী ঠিক সময়ে না পৌঁছনর অভিযোগে উত্তেজিত লোকেদের হাতে কর্মীরা লাঞ্ছিত হন, গাড়ী ভাঙচুর হয়। আগুনে সব কিছু ভস্মীভূত হয়ে যাবার পর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অন্যদিকে ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীদের বক্তব্য, ধুলিয়ান থেকে ব্যস্ত রাস্তায় রঘুনাথগঞ্জ বা জঙ্গিপুরে আসতে যে সময়টুকু দরকার, তা আগুন নেভানোর ক্ষেত্রে দুষ্কর ব্যাপার। ফোন পাবার পর দ্রুত গতিতেও ঘটনাস্থলে পৌঁছতে অনেক সময় ব্যর্থ হই। ধুলিয়ানে ৮ জন স্থায়ী ও ১২ জন ক্যাজুয়াল কর্মী দায়িত্বে আছেন। ২টি গাড়ী থাকলেও ১টি গাড়ীর জন্য দক্ষ লোক নিয়োগ রয়েছে। ক্যাজুয়াল কর্মীরা কোন কাজের নয়। কোন ট্রেনিংও এদের দেয়া হয়নি। পার্টির পোষ্য ছাড়া এরা কিছু না। জঙ্গিপুরের (শেষ পাতায়)

২৪ প্রহর মহানাম যজ্ঞ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের নিস্তা গ্রামে অন্যান্য বছরের মতো এবারও ৩১ জানুয়ারী থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী মহানাম যজ্ঞ হয়। অনুষ্ঠানের সূচনায় রঘুনাথগঞ্জ থেকে গঙ্গা জল বহন করে নিয়ে যায় কুমারীদের এক বিশাল দল শোভাযাত্রা সহকারে।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেরেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৪২১

বাবুর বাজারে মেকিতে দেশ ভরতি

আমরা বাঙ্গালী প্রায় দুই শত বৎসরের উর্দ্ধাধিক-কাল হইতে বাবু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বাবু শব্দটি সংস্কৃত নয়, বাংলা নয়, ইংরাজী নয়, খুব সম্ভব পারসিক ভাষা হইতে মুসলমান রাজগণের সময় এই বাবু শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার পূর্বে এই শব্দের এবং তথাকথিত জীবের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া জানা যায় না। পূর্বকালের ও বর্তমান বিংশ শতাব্দীর বাবুর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে বাবু বলিতে দেশের উচ্চ বংশীয় সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিগণকেই বুঝাইত। কিন্তু বর্তমানে দেশে বাবুর বাজার বসিয়া গিয়াছে। এখন রামা, শ্যামা, যদু, মধু সবাই বাবু। আর কাহাকেও রামা, শ্যামা বলার অধিকার নাই। এখন সকলেই রামবাবু, শ্যামবাবু, যদুবাবু, মধুবাবু। পূর্বকালে বংশমর্যাদা বাবুর পরিচয় বহন করিত। বর্তমানে পোষাক ও অঙ্গ পরিপাট্য বাবুর পরিচয় প্রদান করে। এখন যতই উচ্চ বংশীয় বা সদ, গুণান্বিত হউন না কেন পোষাক আশাকের পরিপাট্য না থাকিলে তাহাকে কেহ বাবু বলিতে চাহিবে না। নীচ বংশীয় চরিত্রহীন মদ্যপ তস্কর হইলেও যদি মূল্যবান পোষাক অঙ্গে থাকে বা রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধিকারী হন, তবে তাঁহাকে সকলেই অকপটে বাবু বলিয়া নত মস্তক হইবে। ফলে বর্তমানে বাবু বলিয়া অভিহিত হইবার লালসায় সকলেই বাহ্য পোষাকে সজ্জিত হইয়া পথে বা সভা সমিতিতে বিচরণ করেন। কথায় বলে 'ঘরে ছুঁচোর কীর্তন, বাহিরে কোঁচার পত্তন।' সংস্কৃত প্রবাদ বাক্য 'দূরতে শোভতে মূর্খ, লম্ব শাট পটাবৃত" অতীতের বাবু নামধারীরা অধিকাংশই ছিলেন সত্যবাদী, পরার্থপর, ধর্মভীরু, বিনয়ী। আর বর্তমান বাবুদের মধ্যে অধিকাংশই ঠিক তাহার বিপরীত, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, ধর্মহীনতা তাহাদের ভূষণ। আমরা বর্তমানে আসল পরিত্যাগ করিয়া নকলে গা ঢালিয়া দিয়াছি। আজকাল ভেজালে যেমন বাজার ছাইয়া গিয়াছে, তেমনই ভেজাল বাবুতে বাজার ভরতি হইয়া গিয়াছে। গণতন্ত্রের মহিমায় ভোটাধিকার বলে যে কেহই পুর-কমিশনার, বিধায়ক, কিংবা সাংসদ হইতে পারেন। এমনকি মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হওয়া বিচিত্র নয়। বর্তমান যুগে সঠিক অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে সমাজে যাহারা সাঙ্গপাঙ্গের জোরে পাশবিক শক্তির অধিকারী তাহারাই ঐ সমস্ত পদ অধিকার করিয়া বাবু হইয়া সিংহাসনারুঢ় হইয়া বিরাজিত। অসৎরাই সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে সৎমানুষদের উপর ছড়ি ঘোরাইতেছে।

আচ্ছা দিন আনে বালে

শান্তনু সিংহ রায়

সাম্প্রদায়িকতা কোন গণতান্ত্রিক দেশের মাপকাঠি হতে পারে না। মানুষে মানুষে বিভেদ করে রাজনীতির ভোটব্যাঙ্ক স্ফীত হতে পারে। কিন্তু দেশের উন্নয়নের অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। 'আচ্ছা দিন আনে বালে' শুনতে ভাল, কার্যকর করতে গেলে যে উদ্যোগ এবং আন্তরিকতা দরকার তা এ সরকারের কতটা আছে, আগামী ভবিষ্যতই এর জবাব দেবে। গুজরাট দাঙ্গার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপায়ী বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে (তৎকালীন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী) 'রাজধর্ম' পালন করতে বলেছিলেন। সব ভুলে গেলে চলবে ? তৎকালীন 'মোদী-শাহ' জুটি ভারতবর্ষের বর্তমান চালিকা শক্তি। ভয় হয় ভোট রাজনীতির দাবা খেলায় নিরন্ন গরীব মানুষদের উপর বিপর্যয় না নেমে আসে। আশঙ্কায় প্রহর গোনে সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষজন। পর পর নির্বাচনে জয়লাভ রাজনীতিক সাফল্যের মাপকাঠি হতে পারে, তা কখনও উন্নয়নের নয়। বর্তমানে বি.জে.পি বেশীরভাগ কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে সাফল্য পেয়েছে। কারণ স্বাধীনতার পর কংগ্রেস দলের ন্যক্কারজনক ভূমিকায় আমআদমী বিকল্পের খোঁজে বি.জে.পিকে ভোট দিয়েছে। কোন রাজনৈতিক দর্শন এর মাপকাঠি নয়। তাই পুঁজিবাদী অর্থনীতির নির্ধারক কংগ্রেস বা বি.জে.পি একই মুদ্রার দুই পিঠ। আম জনতা অর্থাৎ দেশের ৭০ ভাগ অর্ধভুক্ত, নিরন্ন মানুষের পরিত্রাতা কি মোদীজি হয়ে উঠতে পারবেন। লাখ টাকার প্রশ্ন এটাই। বি.জে.পির সাম্প্রতিক উত্থানে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ হঠাৎ ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করেছেন। তাঁরা দিবাস্বপ্ন দেখছেন এই বুঝি 'স্বর্গরাজ্য' হলো ভারতবর্ষ। 'আচ্ছা দিন আনে বালে' শুধুমাত্র স্লোগান থেকেই গেছে। 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' নতুন মোড়কে পুরোনো জিনিস বিক্রির কৌশল। জনধন যোজনা শতকরা কতভাগ সফল। মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার বিগত নয় মাসে শুধুমাত্র পেট্রোল-ডিজেল-গ্যাসের দাম কমিয়েছে। তাও আন্তর্জাতিক বাজারে যখন পেট্রোপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য হ্রাস হয়েছে, তখন আমাদের কর্মতৎপর প্রধানমন্ত্রী যৎসামান্য কমিয়েছেন। অর্থনীতির ছাত্ররা এর ব্যাখ্যা ভালোই বোঝেন। অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের দাম এখনও ঊর্দ্ধমুখী। বহু বিজ্ঞাপিত এবং প্রচারের ঢক্কানিনাদে যারা ভেবেছিলেন বিদেশ থেকে 'কালো টাকা' উদ্ধার হবে, 'সে গুড়েও বালি'। কারণ কান টানলে

(৩ পাতায়)

ধর্মের ফেরিওয়ালা

শ্রীপরিচয় গুপ্ত

কমবেশী গত শতাব্দী থেকে সনাতন ধর্মকে পুঁজি করে নিজেদের সম্প্রদায়কে আলাদা মর্য্যদা ও অস্তিত্ব দিয়ে ব্যবসা করার লক্ষ্যে কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি হিন্দু হয়ে ধর্মটার বিশেষ করে সরল মনা ভক্তদের খুবই ক্ষতি করে চলেছে। যাঁরা ভারতের সনাতন ধর্মের মূল দর্শন পড়েছেন, যেমন পঞ্চদশী, উপনিষদ, গীতা, বেদের সারাংশ, চণ্ডী অথবা প্রখ্যাত মহাপুরুষ মনীষীদের বাণী উপদেশ জেনেছেন কিংবা শুনেছেন তাঁরা বাদে বাকী একটা বিরাট সংখ্যায় সহজ-সরল ভক্তদের মাথা খাচ্ছে কিছু সংগঠন, যারা বলছে তারাও নাকি ধর্মীয় সংস্থা। যাঁরা রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বামাখ্যাপা, ত্রৈলঙ্গস্বামী, রামঠাকুর, মা আমন্দময়ী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী, তুলসীদাস, ওঙ্কারনাথ ইত্যাদি মহাপ্রাজ্ঞ আত্মজ্ঞানী বা অন্যান্য ত্রিকালদর্শীদের কথা জেনেছেন বা তাঁদের আপ্তবাক্য আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছেন, তারা কখনোই ঐসব ব্যবসায়ীদের পাল্লায় পড়ছেন না। পুণ্যের বা উদ্ধারের লোভে, মৃত্যুভয়ে বয়সকালে ভীত, রোগগ্রস্ত হতাশ কিছু ব্যক্তি অতিরিক্তি ভোগে লিপ্ত কিছু মানুষ এবং কিছু হুজুগে লোকজন যারা শুধু বহিরাঙ্গের আমোদ প্রমোদে মত্ত উন্নত ভোগরাগ, শ্বেতপাথরের বিশাল মন্দির, আশ্রম, প্রচুর কু-সংস্কার ওয়ালা গোষ্ঠি, বা পরিচিত পাড়ার কিছু লোকের সঙ্গ পাওয়া যাবে এই ধরনের মানসিকতার লোক যাঁদের অন্তরে হয়ত সত্যিকারের আনচান্ ভাব জাগছে কিন্তু পথ নির্বাচনের প্রাথমিক বুদ্ধি নেই, এই সব হতভাগ্য মানুষেরাই ঐ ব্যবসায়ীদের মূল শিকার। আর তাই এতদিন যা জানা হলো, গ্রন্থে লেখা হলো, বহু প্রবচন হলো-তা বাদ দিয়ে কে কিভাবে ধর্মের কিছুটা খাবলে নিয়ে নিজের মতটা জুড়ে দিয়ে একটা জগাখিচুড়ি পরিবেশন করবে, তাই নিয়ে জোর প্রতিযোগিতো চলছে। খুবই দুঃখের ব্যাপার এইসব ভক্তের মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষিত মানুষও ভুল জায়গায় আসন পাতছেন। এই ঝামেলাটা বুঝতে পেরেই বোধহয় অন্যান্য ধর্মে একটা গ্রন্থ, একজন মাত্র ঈশ্বরের দূত-ইত্যাদি বলে গেছেন। অনেকে বুঝতে দেরী করছেন--এদের অর্থ আছে পরমার্থ নেই।

আমরা দেখছি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এইসব ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট রমরমা। তবে আশার কথা অকেনেই কিছু দিন পর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বা অন্যভাবে ধাক্কা খেয়ে। অথবা তাদের গুরুদের যিনি যাবতীয় কুকর্মের শিরোমানি-তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর অনেকে পালিয়ে বাঁচছেন। কেউ বা মরছেন।

দেখা যাচ্ছে ঐসব সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠি এসে এসেই অনেকের মন জয় করে জাঁকিয়ে বসেছেন এবং ভক্তরা তাদের আপাতঃ কথাবার্তা, অদাব কায়দার ভুলে ফাঁদে পা দিয়ে তন-মন-ধন দিয়ে বসছেন। ভক্তরা ভাবছেন এতদিন পর একটা আশ্রয় তো পেলাম-কীর্ত্তিন করে, ধ্যান করে বেশ শান্তি পাচ্ছি, শক্তি পাচ্ছি। সত্যি কি তাই ? তলিয়ে দেখলে অবশ্যই কিছু গ্রহনীয় আছে প্রাথমিক ভাবে, কিন্তু বাকী তাদের মূল বক্তব্যটাই যে সনাতন আদর্শ ও দর্শনের বাইরে। দলে ঐসব প্রতিষ্ঠানে ঈশ্বরে পৌছানোর লক্ষ্য নেই বলেই আজ প্রায় গত এক শতাব্দী ধরে তারা একটাও সিদ্ধ মহাপুরুষ বা স্বাধ্বী মহীয়সী সমাজকে উপহার দিতে পারলেন না। হবে না, কেননা ভাজা বীজে গাছ কখনোই হবে না। যারা নিজেরা

(৩ পাতায়)

ধর্মের ফেরিওয়ালা .....(২ পাতার পর)

আত্মোপলব্ধি করেনি-তারা অন্ধ হয়ে অন্য অন্ধকে কি করে রাস্তা বা ভবনদী পার করে দেবে ? ধর্ম তো বিজ্ঞানই। আমরা সদ গ্রন্থে জেনেছি ধর্মপথ 'ক্ষুরস্য ধারা'। এখানে আসতে গেলে যাবতীয় অহং ছেড়ে, কু-প্রবৃত্তি ছেড়ে, বাসনা কামনায় লাগাম দিয়ে, মনটাকে যতটা সম্ভব সরল করে, কিছুদিন নীরবে নিরবিলিতে নিজের সঙ্গে লড়াই করে "তৈরী" হয়ে এ পথের খোঁজ নিতে হয়। মনকে জানতে হবে--আমার এ কিসের টান এটা কি সাময়িক বৈরাগ্য ? শ্মশানে গেলে, নিকটজন মারা গেলে, বিরাট আর্থিক ধাক্কা পেলে অনেকের এরকম বৈরাগ্য হয় এবং তা আবার কিছুদিন পর মিলিয়ে যায়। কতজনকে দেখলাম নিরামিষাশী হলো, পোশাকের স্বাত্ত্বিক. পরিবর্তন হলো, কেউ বা বিয়ে করলোনা, কেউ কিছুদিন তীর্থবাসী হলো, তার পরে যেন গঙ্গাস্নানের পর সেই হাতি রাস্তার যত ময়লা ধূলো আবার শুঁড়ে করে নিজের অঙ্গে মেখে নিল। এ লড়াই চলবে। ভয়ের বা মন খারাপের কিছু নয়। এটাই নিয়ম। অনন্তকালের এই মন, বুদ্ধি আমাদেরকে শত্রুবৎ অহরহ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। তাই দেবাসুরের এই যুদ্ধে কখনো আমি জিতি কখনো আমার রিপু জেতে। এই সময় একটা আগল দরকার হয়। চারাগাছ রক্ষায় চাই সংযম, সৎসঙ্গ সৎগ্রন্থ সৎবন্ধু। তাই সদগুরু না জুটলে ডুবতে হবে। এটা সংকল্প করতে হবে--যা বেদের-উপনিষদের বাইরে তা যত বড় মহাপুরুষ বাণী হোক (হবে না) যে শাস্ত্রে লেখা থাক-মানব না। মনে প্রশ্ন এলে প্রথমে যাবো মনীষীদের গ্রন্থে, তার পরে যাবো নানা শাস্ত্রগ্রন্থে, তার পরে যাবো বেদ উপনিষদে। আর যদি সেসব পঠন পাঠনের স্থান বা যোগ্যতা না থাকে তবে মহাজন বাক্য মেনে পথ ঠিক করে নেব। এবার প্রশ্ন হলো মহাজন চিনি কি করে ? গীতায় কে দুর্জন আর কে সু-জন তার স্পষ্ট চরিত্রচিহ্ন বলা আছে। বিখ্যাত মহাপুরুষদের জীবনী আছে। ভারতের সাধক, সাধিকা, বিবেকানন্দের রাজযোগ, শ্রীঅরবিন্দের বাণী, কত গ্রন্থ আছে। এনে পড়তে হবে--পড়াতে হবে। তবে প্রয়োজনটুকু মিটে গেলেই নানা গ্রন্থ পুজো,যজ্ঞ, প্রসাদ বিতরণ এসব থেকে দূরত্ব তৈরী করতে হবে। সময় কাটাতে হবে চিন্তনে মননে, ভজনে, ধ্যানে, জপে। মূর্তি পুজো তো লাঠি,হাঁটার জন্য। আছাড় না খাই তারজন্য মায়ের আচল ধরা। একদিন তো তা ছাড়তে হবে। রূপ নিয়ে চলা শুরু করে অরূপে যেতেই হবে। ভাবতে হবে আমি তো এই দেহ নই, আমি দেহী। আর তাই আমার দেহ-পাত হয়ে গেলেও থাকবো অনন্তকাল। ঋণ করে গেলে এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে--কতবার কতরূপে। তাই রিটার্ণ টিকিট যাতে না কাটতে হয়। হে ভগবান পথ দেখাও ! ব্যস,বাকীটা তাঁর দায়িত্ব। জুটে যাবে আপনার পথ, সদগুরু। যিনি ঈশ্বরকে পেয়ে নিজেই ঈশ্বরময় হয়ে গেছেন-তিনিই তো সদগুরু, কুলগুরু। কুল কুণ্ডলীনি যাঁর সহস্রার ভেদ করেছে তিনিই কুলগুরু। কুল মানে বংশের গুরু ায়। চাল কলা বাঁধা, ধান্দাবাজ, মিথ্যাবাদী, চরিত্রহীন লোক গুরু হতে পারে ? এতো আরো অধঃপতন ! আজকাল অনেকেই দীক্ষা দেন। তাঁরা নিজের পাপের বোঝা বাড়িয়ে চলেছেন লোক ঠকিয়ে। কিছু পুজো আর্চা, শ্লোক আওড়ানো এসব কিছুই না। তিনি কি শ্রীভগবান লাভ করেছেন ? মন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ বা মহিলা ? কখনোই নন। তিনি নিজে যা জানেননি, তা আমাকে দেন কি করে ? আমি নেবই বা কেন ? আজকাল কেউ বলছে 'কৃষ্ণ পূজা কর। অন্য দেবদেবীর প্রসাদ পর্য্যন্ত মুখে নেবেনা, অন্য দেবদেবীর মন্দিরে যাবেনা। কৃষ্ণই সব। গীতায় পড়নি ? তিনি সবার বড়।' অথচ ঐ শ্রীকৃষ্ণ যে গীতাতেই তাঁর অঘটন ঘটন পটীয়সী শক্তির কথা বার বার বললেন--বা অর্জুনকে যুদ্ধের আগে দুর্গাস্তব করালেন, ব্রজরমণীদের কাত্যায়ণী ব্রত করালেন তা বলা হচ্ছে না। ভগবান বা ভগবতীকে লিঙ্গ বিচারে ধরা যায় ? তাঁকে খণ্ড করা যায় ? আসলে আমরা খণ্ড সংসার, খণ্ড শান্তি,খণ্ড সুখ নিয়েই আছি তো। একথা একেবারে মনে না রেখে ভাবতে হবে সর্বশক্তি মান মাত্র একজনই। তিনি কৃষ্ণ, কালী, শিব, দুর্গা, রাম, বিষ্ণু--ইত্যাদি রূপে পূজিত। চণ্ডীতে মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মীর অধ্যায় আছে। যিনি দুর্গা, তিনিই নারায়ণী, তিনিই লক্ষ্মী তিনিই মহেশ্বরী তিনিই মহা সরস্বতী, তিনিই মহাকালী। যা জল তাই বরফ তাই বাষ্প। যাদের আত্মানুভূতি নেই তারাই এরকম অন্ধের হাতি দেখার মত হাস্যকর কথা বলে শ্রীভগবানকে ছোট করে ছাড়ছে। আমার দেবতার রূপ নাই, মন্দির নাই, এতো প্রাইমারী স্টেজেই জানতে হবে। অনুভবে এটা আনতে হবে। আমি শিশু থেকে এ অবস্থায় এলাম,আমার দেহের , মনের কতই পরিবর্তন হলো। বুদ্ধিরও হলো। গাঢ়ভাবে যিনি ক্ষয়হীন, পরিনামহীন হয়ে এ দেহে দয়া করে বসে আছেন কই তাঁর পরিবর্তন হয়েছে কি ? স্মৃতি দেহের কোথায় থাকে ? কে আমাকে বলে দেয় কানে কানে--কাল যা করেছিলি তা অন্যায়, মিথ্যা। কে বলে দেয় এটা করবি না। বুদ্ধি বলছে করেই দিই, প্রচুর লাভ হবে। মন বলছে দে করে। একজনই বলছে খবরদার। মন যখন শান্ত তখনই বিবেকের নির্দেশ আসে। আর চঞ্চল মন নিজেকে ধ্বংস করে। কেউ বলছে রাজযোগের কথা। বলছে ঘণ্টায় নাকি ৬০/৭০ হাজার রকম চিন্তা মনে উদয় হয়। গল্প বলার আসর তো নয় ! ধর্ম কথা যারা শুনতে গেছে তাদের এত বোকা বুদ্ধু ভাবলেন কি করে ? ২৪ ঘণ্টায় তো ২৪x৬০x৬০ = ৮৬,৪০০ সেকেণ্ড। মানুষ তার মধ্যে ৬/৭ ঘণ্টা ঘুমোয়। বাকী আরো ৩/৪ ঘণ্টা একমনে কত কাজ করে, বই, কাগজও পড়ে। এসব ধরে কম করে ১০ ঘণ্টা অর্থাৎ ৩৬,০০০ সেকেণ্ড বাদ দিতে হবে। না দিলেও লাগাতার প্রশ্ন প্রতি সেকেণ্ড এক এক রকম ভাবা যায় ? চিন্তায় আসে ? তারপর কেউ বললেন উপবাস মানে উপরে বাস ! এটুকুও ঐ ধর্মীয় প্রবক্তা জানেন না যে, উপবাস মানে সমীপ বা কাছে বাস। ভগবানের কাছে বাস-অর্থাৎ স্মরণ মনন। না খাওয়ার সঙ্গে উপবাসের কোনই সম্পর্ক নেই। রাজযোগের যে শিক্ষার কথা কেউ বলছেন বা দেখাতে ইস্কুল খুলছেন তা প্রায় ভুল ধারণায় ভরা। অন্যের শেখানো বুলি তোতাপাখীর মত বলে যাচ্ছেন। সেল্ফ রিয়ালাইজেশন কি এতই সোজা ? এত সহজে, বিকৃত পথে, ভুল ধারণায় প্রারব্ধ ক্লীষ্ট জীবের মন থেকে ভোগী-রুগীর মন থেকে সদা শঙ্কিত অসহায় ছাপোষা গৃহীদের চিন্তা থেকে যাবতীয় টেনশন, ট্রেস্ চলে যাবে ? আসলে দুঃশ্চিন্তা গ্রস্ত জীবকে কাছে টানতে এটা একটা বুজরুকী মাত্র। ভারত ছাড়িয়ে তারা এই পথ্য ফেরী করতে বাইরেও পা রাখছে। কোটি কোটি ডলার তাদের পেছনে ঢালছে কিছু সোজা সহজ মুক্তিকামী মানুষ আর কিছু মতলববাজ যারা চায়ছে কৃষ্ণ চিন্তন বা শিব দেবতার, বা যোগ ইত্যাদি নিয়ে পৃথিবীতে মনগড়া বাচালতা চলুক, সনাতন দর্শনের বিকৃত প্রচার হোক। তাহলে তার চিরন্তন জগৎ বিস্তারে কিছুটা লাগাম দেওয়া যাবে। হিন্দু জনগণ বিভ্রান্ত হবে। এক দুর্ভোগ থেকে বাঁচতে আর এক দুর্ভোগে পড়বে। কেউ বলছে আমিই ভগবান। তার শিষ্যরা গুরুদেব মরলেও দেহ সৎকার করতে দেয়না। বলে কিনা আবার জেগে উঠবেন। পাটিসাব্টার মত খসে খসে পচে না গেলে সেইসব শিষ্যদের মন ভরে না ! পতঞ্জলীর রাজযোগ বহুভাবে বহুস্থানে সহজ ব্যাখ্যা করে দেওয়া আছে। যম- নিয়ম-আসন প্রাণায়ম-প্রত্যাহার-ধ্যান-ধারণা সমাধি--এই আট ধাপের সিঁড়ি বেয়েই ঐ পথে অর্থাৎ রাজযোগের পথে আনাগোনা। নিষ্কাম ভক্তি বা যোগ, অন্য পথ নাই। না জেনে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ সদ্গুরুর কাছে না দেখে নিলে অথবা স্বামী বিবেকানন্দের বা লাহিড়ী বাবার নির্দেশ না মানলে আপনি অচিরে অসুস্থ হয়ে হাঁপের রুগী অথবা পাগল হয়ে যাবেন। কথা না শুনে নজরুলের যা হয়েছিল। তাই সাধু সাবধান। যা নিচ্ছেন, বাজিয়ে নিন। ভোগবতীর জল খাবেন বাড়ী বসে ফ্যানের তলায় ? পাইপ পুঁতে ঘাম ঝরিয়ে তা পেতে হয়।

আচ্ছা দিন বালে .....(২ পাতার পর)

মাথা আসবে। তাতে ভাজপার কেষ্টুবিষ্টুরাও জড়াবেন। বিগত নয় মাসে শুধুই প্রতিশ্রুতির ফোয়ারা এবং জনগণকে বোকা বানানোর বিজ্ঞাপন। ওবামার ভারত সফর কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে ? পরমাণু চুক্তি কার্যকর হলে এক ইউনিট বিদ্যুতের দাম পড়বে ১৫ টাকা। সেদিন আমজনতার সুখের দিন থাকবে কি ? জোর করে ধর্মান্তরিতকরণ কোন্ সভ্যতার পরিচয় দেয় ? গরীব আদিবাসী মানুষদের স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকারও লুণ্ঠিত হচ্ছে। এ কোন্ মানবতা ? সবাই বাজপেয়ী নয়। তাই সাম্প্রতিক বি.জে.পির উত্থানে যারা উল্লসিত তাদের অতীতটা স্মরণ করতে বলি। ব্রিটেনে তৈরী দশলাখী স্যুট পরিহিত চাওয়ালার বিজয়রথ রুখে কেজরিওয়াল প্রমাণ করলেন স্বচ্ছ ভারত অভিযানের প্রকৃত ঝাড়ুটা তার হাতেই। তাই ভারতকে প্রকৃত কালোটাকা মুক্ত করতে কেজরিওয়ালই পারবেন। পুঁজিপতি বিজেপি যতই আস্ফালন করুক তা যে অশ্বডিম্ব প্রসবছাড়া আর কিছুই না আমজনতা তা ভালোই বোঝেন। রাজধানী দিল্লিতে কেজরিওয়ালরাই আগামীতে দেশের শাসনভার নেবে তারই ইঙ্গিত এই বিধানসভার ফল। কংগ্রেস,বিজেপি অথবা মেকি বামপন্থীদের প্রমাদ গুণবার দিন শুরু আচ্ছে দিন আনে বালে শুধুই প্রতিশ্রুতি। বিগত নয় মাসে কথায় ও কাজে বিস্তর ফারাক। যার ফলশ্রুতি দিল্লির ঐ ফলাফল।

হেড পোষ্ট অফিসে .....(২ পাতার পর)

সঙ্গে নিয়ে নীল ব্যাগে লক্ষ লক্ষ টাকা বোঝাই করে জঙ্গিপুর ট্রেজারীতে ডাকঘরের নিজস্ব সিন্দুকে নিয়মিত রেখে আসতাম। সিন্দুকের চাবি থাকতো হেড/সাব পোষ্ট মাষ্টার এবং অন্যটি ট্রেজারারের কাছে। পরবর্তীতে নতুন বিল্ডিং-এ হেড পোষ্ট অফিস চালু হলে ওখানেই 'স্ট্রং রুমে' যাবতীয় টাকা ও জিনিসপত্র রাখার ব্যবস্থা হয়। সারারাত পাহাড়া দেবার জন্য তিনজন নাইটগার্ড পোষ্টিং থাকে। পরবর্তীতে ঐ সব নাইটগার্ড অবসর বা বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রমোশন পেয়ে চলে গেলে নতুন করে ঐ পোষ্টে আর লোক নিয়োগ হয় না। এর ফলে হেড পোষ্ট অফিস সিকিউরিটিবিহীন অবস্থায় থেকে যায়। উল্লেখ্য, আগের মতো এখন আর রাতে শহরে পুলিশ টহলের কোন ব্যবস্থা নেই। হারিয়ে গেছে রাতের নিঃস্তব্ধতা ভেঙে বুটের আওয়াজ হুইশেলের ডাক। নির্দিষ্ট এলাকার বাড়ীর দেয়ালে পুলিশের লিখিত সঙ্কেত। অন্যদিকে পোষ্ট অফিসের 'স্ট্রংরুম'-এ রাতের পর রাত বেওয়ারিশ পড়ে থাকলো লক্ষ কোটি টাকা। পোষ্টাল সুপার বা হেড পোষ্টমাষ্টার সব কিছু জেনেশুনেও দায়িত্বহীনভাবে থেকে গেলেন।' এখানে বার বার প্রশ্ন আসছে--কেন তাঁরা পুরোনো প্রথায় ট্রেজারীতে টাকা রাখার প্রক্রিয়া চালু করলেন না ? এখন তো অফিসে পুরো সময়ের জন্য গাড়ী ব্যবহার হয়। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনার জন্য সশস্ত্র পুলিশও যায়। এই ধরনের হাজারো প্রশ্ন জনগণের মধ্যে উঠছেই। শেষ খবরে জানা যায়--ভাঙা গেটগুলো ডিপার্টমেন্ট থেকে বেশ কিছুদিন আগে পর্যবেক্ষণ করে গেলেও এখন পর্যন্ত কোন উন্নতি হয়নি। আরো জানা যায়, চুরির পর থেকে মোটা টাকা ট্রেজারিতে মজুত রাখা হচ্ছে।

জঙ্গিপুর ফায়ার ব্রিগেড .....(১ পাতার পর)

প্রাক্তন চেয়ারম্যান মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যাণ্ডের কাছে আমবাগানের জায়গা মাপজোখ করে এখানে ফায়ার ব্রিগেড হচ্ছে বলে জনগণকে এক সময় প্রতিশ্রুতি দেন। প্রাক্তন সাংসদ প্রণব মুখার্জী অনেকের ব্যক্তিগত রাজত্ব মুঠোয় এনে দিলেও এলাকার জনসাধারণের প্রয়োজনে কিছু করলেন না। এখানকার দুই বিধায়কও রাজ্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেদের দায়িত্ব শেষ করছেন। এই প্রসঙ্গে আরও জানা যায়, ফায়ার বিগ্রেড নির্মাণের প্রয়োজনে রঘুনাথগঞ্জ ভাগীরথীর তীরে জায়গা দিতে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন। কিন্তু এর জন্য কোন উদ্যোগ নেই সরকারি পক্ষের। যেমন উদ্যোগ নেই ট্রেনের ক্ষেত্রে। ফরাক্কা থেকে বা আজিমগঞ্জ থেকে বহু ট্রেন হাওড়ায় যাতায়াত করছে। কিন্তু এই এলাকার মানুষের প্রয়োজনে মনের মত একটি গাড়ীও চালু হলোনা, যাতে দিনে দিনে কোলকাতা পৌছে অফিস আদালত ব্যবসা সামলে সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ী ফেরা যায়।

হারাইয়াছে

আমার মা বিমলা ঘোষের সঙ্গে জয়েন্টভাবে আমি বঙ্গীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বাড়ালা শাখায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার সার্টিফিকেট/ RP/ Ac No.5০6314০০০০88, Date 3.11.০6 খরিদ করি। যার ম্যাচুরিটি ডেট ছিল ৩/১১/০৯। এর মধ্যে আমার মা মারা যান। সার্টিফিকেটটিও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সকলের অবগতির জন্য এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলাম। ছবি ঘোষ, বাড়ালা

বাড়ীভাড়া

রঘুনাথগঞ্জ শহরে ভদ্র পরিবেশে দোতলায় ২টি ঘর, কিচেন,করিডরসহ ভাড়া দেয়া হবে।
মোবাইল নম্বর :- ৮৪৩৬৩৩০৯০৭

ছিঁচকে ও কুলীন চোরের গল্প

দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ মাতলামিও নয়
এ তোতলামিও নয়
সজ্ঞানে ; সুস্থ শরীরে ; পরিষ্কার বাংলা ভাষায়
চোর চোরকে বলছে চোর
এর থেকে বড় রসিকতা আর কী হতে পারে ?!

দু হাজার পনেরোর শুরুটা বেশ ভালোই হল
এর পরে আরো অনেক রসিকতা হয়তো অপেক্ষা করে আছে।

ছিঁচকে চোরের ভয় কি
আর কিসের লজ্জা ?
সে তো ন্যাংটা ; তার ফুটলো কি ফাটলো
কিছুই যায় আসে না--
ছিঁচকে চোর হচ্ছে 'হ্যাণ্ড টু মাউথ'
দিন আনে দিন খায়
চুরির পয়সা ফুরিয়ে গেলে যদি জেলেও যায়
ক্ষতি নেই ; তখন তো সরকারী পয়সায় খাওয়া
আর আনন্দে গান গাওয়া।

কুলীন চোর
যার দামী পোষাক
লাল বাতিওয়ালা গাড়ি
তার লজ্জাও বেশি আবার ভয়ও বেশি
লজ্জা যা হল হলো
ভয় এই কারণে যে
একবার যদি চুরি প্রমাণ হয়ে যায়
তাহলে ভোটও গেল
আবার ইনকামও গেল।
সেভেনথ্ ষ্টার হোটেল হায়াতের খাবার খেয়ে
জেলের খাবার কি তার মুখে রোচে ?
তাই চাই এ.সি. ঘর
ভি.আই.পি টয়লেট চলবে

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।